ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 63 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২১৯ ● কলকাতা ● ২৬ শ্রাবণ, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ১২ আগস্ট ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 26

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এইসব পাতা বড় হয়, বিকশিত হয়, গাঢ় সবুজ রঙের হয়ে যায়। পাতাগুলি কিছু দিন বাদে হলুদ হতে থাকে। হলুদ হয়ে যখন তারা অনুভব করে যে তারা আজ আর কোন কাজে লাগার মত নেই, তখন পাতা নিজের থেকেই খসে পড়ে যায়। তারা শুধু শুধু গাছের উপর বোঝা হতে চায় না। তারা যতদিন গাছকে সাহায্য করতে পারে, ততদিনই গাছের সঙ্গে থাকে। পরে গাছ থেকে ঝরে গাছের শিকড়কে নিজের অস্তিত্ব সমর্পিত করে দেয়। আর সমর্পিত অস্তিত্বের জন্য তাদের রূপান্তর হয়ে যায় আর তারা সারের কাজ করে। অর্থাৎ গাছ থেকে আলাদা হয়েও নিজের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত গাছের ভাল চিন্তা করে এবং ভাল করেও। গাছের প্রত্যেক অংশ শক্তিকে আগে পাঠানোর কাজ করে।

ক্রমশঃ

দিল্লিতে আন্দোলন চলাকালীন পুলিশের হাতে আটকে অসুস্থ হয়ে পড়লেন বিরোধী সাংসদেরা

বেবি চক্রবর্ত্তী: দিল্লী

গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধে পুলিসি অতি-সক্রিয়তা। এটাই বিজেপির দমননীতির প্রধান অস্ত্র। সাধারণ মানুষ থেকে সাংসদ, কেউ বাদ পড়লেন না দিল্লি পুলিশের অত্যাচারের হাত থেকে। সোমবার নির্বাচন কমিশন ঘেরাও অভিযানে নামতেই বিরোধী সাংসদদের সংসদ ভবন চত্বরের বাইরে আটকে দেয় দিল্লি পুলিশ।কিন্তু নির্বাচন কমিশনে গিয়ে সাংসদদের গণতন্ত্র রক্ষার শপথকে আটকাতে না পেরে শেষে মহিলা সাংসদদের শাড়ি, চুলের মুঠি ধরে মার দিল্লি পুলিশের। নক্কারজনক ভূমিকা নিয়ে সরব তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষ।

সোমবার দিল্লির রাজপথ সরগরম বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র বিক্ষোভে। সংসদ ভবন থেকে নির্বাচন কমিশনের দফতর পর্যন্ত মিছিলের ডাক দেওয়া হলেও তাঁর অনুমতি দেয়নি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে থাকা দিল্লি পুলিস।

এদিন সকালে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন শুরু হতেই এসআইআর ইস্যুতে সরব হন বিরোধী সাংসদেরা। তুমুল হইচইয়ে দুপুর ২টো পর্যন্ত দুই কক্ষের কার্যসূচি মুলতুবি হয়ে যায়। এর পরেই রাহুল গান্ধী, প্রিয়ঙ্কা গান্ধী, ডেরেক ও ব্রায়েন, অখিলেশ যাদব সহ প্রায় ৩০০ জন সাংসদের মিছিল সংসদ ভবন থেকে রওনা হয়। কিন্তু কিছু দূর যেতেই ব্যারিকেড তুলে পথ আটকে দেয় দিল্লি পুলিশ। যদিও বিরোধীদের এই মিছিলে নেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার কারণ এদিন মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুরের তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করতে চলেছেন তিনি।

দিল্লিতে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'-র বিক্ষোভ: পুলিশের সঙ্গে

এরপর ৬ পাতায়

জেলা-বৈঠকে কমিটি গঠন নিয়ে শেষ কথা কার? জানিয়ে দিলেন অভিষেক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

উপদলীয় কাজ নিয়ে কড়া বার্তা অভিষেকের। কী ভিত্তিতে কমিটি গঠন হচ্ছে? কারা গঠন করছে? সব দিকেই নজরদারি তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের। সোমবার ক্যামাক স্ট্রিটে উত্তর দিনাজপুর, বহরমপুর এবং মুর্শিদাবাদের জেলার সাংগঠনিক নেতৃত্বদের নিয়ে বসেছিল বৈঠক। চলতি মাসের শুরু থেকেই যে জেলাওয়াড়ি সাংগঠনিক বৈঠকের ডাক দিয়েছিলেন অভিষেক।সূত্রের খবর, রায়গঞ্জের ফলাফল নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। সেখানে কার্যত রদবদলের কথাই ভাবছেন তিনি। জানা গিয়েছে, বৈঠকে রায়গঞ্জের ব্লক সভাপতি, টাউন সভাপতি, ছাত্র যুবস্তরে পরিবর্তনের কথা ভাবছে শীর্ষ নেতৃত্ব।তৃণমূল সূত্রে খবর, এদিনের বৈঠকে ডাক পেয়েছিলেন তিন জেলার মোট দশ বিধায়ক। এছাড়াও, ক্যামাক স্ট্রিট থেকে ডাকা হয়েছিল জেলা সভাপতি ও শীর্ষ স্তরের নেতৃত্বদেরও। এই ডাক পাওয়াদের মধ্যে ছিলেন ডেবরার বিধায়ক হুমায়ুন কবীরও।

সূত্রের খবর, উত্তর দিনাজপুরের নেতৃত্বদের সঙ্গে বৈঠকে দলে নিজের লোক নিয়ে কমিটি গঠনে কড়া অভিষেক। সাফ নির্দেশ, কমিটি গঠন করা হলে, তা তৈরি করবে শীর্ষ নেতৃত্ব। এছাড়াও যে সকল নেতারা কোনও বিতর্ক বা মামলায় অভিযুক্ত তাদের কোনও জেলা কমিটিতে স্থান দেওয়া হবে না বলেই জানিয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। উল্টে দলের প্রতি যারা দায়বদ্ধ, তেমন নেতাদেরই সামনে এগিয়ে নিয়ে আসার বার্তা দেন তিনি। উল্লেখ্য, গতবছরের লোকসভা নির্বাচনে রায়গঞ্জ কেন্দ্রে পরাজিত হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী। সেই নিয়ে দলের মধ্যে একটা বিড়ম্বনা ছিলই। কারণ, ওই লোকসভার অধীনে থাক সাতটি বিধানসভা এলাকার ছ'টিতেই জিতেছিল তৃণমূল। তারপরেও কেন হার, তা নিয়ে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে আগেও প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন জেলা নেতৃত্বরা। সোমবার আয়োজিত বৈঠকে সেই কথাই শোনা যায় অভিষেকের মুখে।

৩টের মধ্যে চিঠি না আসায় কমিশন নোট পাঠাল দিল্লিতে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গত শুক্রবার রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পন্থকে চিঠি দিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনের অফিস সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, চার জন অফিসারের বিরুদ্ধে সাসপেনশনের সুপারিশ নিয়ে সরকার কী পদক্ষেপ করেছে তা জানাতে হবে। সোমবার বিকেল ৩টের মধ্যে জানাতে হবে। কিন্তু সোমবার বিকেল ৩টে গড়িয়ে ৪টে বেজে গেলেও নবান্ন থেকে কোনও চিঠি সিইও মনোজ আগরওয়ালের দফতরে এসে পৌঁছয়নি।কমিশনের অবশ্য বক্তব্য, জনপ্রতিনিধি আইন অনুযায়ী তাদের সেই এক্তিয়ার রয়েছে। কমিশন

এরপর ৩ পাতায়

নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা,পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার এক ব্যক্তি

অরূপ ঘোষ,ঝাড়গ্রাম

নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে থাকা পুলিশের চেষ্টায় নৌকা নিয়ে উদ্ধার করা হয় ওই ব্যক্তিকে।এদিন সোমবার দুপুরে নয়াগ্রাম থানার ডাহি এলাকায় সুবর্নরেখা নদীর উপর জঙ্গলকন্যা সেতু থেকে ঝাঁপ দেয় এক ব্যক্তি। পুলিশ জানিয়েছে ওই ব্যক্তি আত্মহত্যা করার উদ্দেশ্য নদীতে আচমকা ঝাপ দিয়েছিলেন।সেই সময় কর্মরত নয়াগ্রাম থানার একটি পুলিশ টিম ছিল। তারা সাথে সাথে নদীতে মাছ ধরতে যারা যান তাদের একটি নৌকা নিয়ে নদীর জল থেকে উদ্ধার করে প্রায় ডুবন্ত ওই ব্যক্তিকে। পুরো উদ্ধার কার্যে উপস্থিত ছিলেন নয়াগ্রাম থানার পুলিশ আধিকারিকরা। উদ্ধারের পর ওই ব্যক্তিকে নয়াগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ওই ব্যক্তির নাম হেমন্ত পাত্র(৪৫)।বাড়ি সাঁকরাইল থানার সাতখুলি গ্রামে। এদিন তিনি ডাহিঘাট থেকে খড়্গপুরের কেশিয়াড়ি যাচ্ছিলেন। ডাহি ঘাটে সুবর্ণরেখা নদী থেকে জল নিয়ে সেখানে কোনো মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢালতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেখানে যাওয়ার আগেই নদীতে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। বর্তমানে নয়াগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই ব্যক্তি। নয়াগ্রাম থানার পুলিশের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার মানুষজন। আইন রক্ষার পাশাপাশি পুলিশের এই কাজকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার সমস্ত স্তরের মানুষজন।

(২ পাতার পর)

৩টের মধ্যে চিঠি না আসায় কমিশন নোট পাঠাল দিল্লিতে

কোনও এক্তিয়ার বহির্ভূত পদক্ষেপ করেনি। এ ব্যাপারে দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অফিসারদের সঙ্গে লাগাতার যোগাযোগ রেখে চলেছেন মনোজ আগরওয়াল। সূত্রের খবর, নবান্ন বিকেল ৩ টের মধ্যে যে কোনও চিঠি পাঠায়নি তা মুখ্য নির্বাচন কমিশনের অফিসকে নোট পাঠিয়ে জানিয়েছে সিইও অফিস।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও এদিন টিপ্পনি কেটে বলেন, ওদের দৌড় ও পর্যন্তই। তবে আদালত থেকে সরকার কোনও সুরাহা পাবে বলে মনে হয় না। কারণ, নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কথাই শেষ কথা। আদালত সচরাচর তাতে হস্তক্ষেপ করে না। তাই অবধারিত ভাবেই সরকারের মুখ পুড়তে চলেছে। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দফতরের এক অফিসার এদিন সকালেই বলছিলেন, রাজ্য সরকার হয়তো ৩টের মধ্যে চিঠি দেবে না। কারণ ফাঁপড়ে পড়েছে। দু'জন ডব্লিউবিসিএস (WBCS) অফিসার সহ চারজনকে সাসপেন্ড করলেই অফিসার সংগঠন হল্লা শুরু করে দেবে। সরকারের জন্য তাতে চাপ বাড়তে পারে।

ব্যাপারটা কতকটা সেরকমই। কমিশনের হুঁশিয়ারির মুখে সরকার নরম হয়ে চার অফিসারকে সাসপেন্ড করে দেবে কিনা, তা দেখতে এদিন অ্যাসোসিয়েশনের অফিসাররা আগ্রহের সঙ্গে বসেছিলেন। সংগঠনের এক নেতা তথা অফিসার বলেন, সাসপেন্ড করলে সরকার আগে সংগঠনকে জানিয়ে রাখবে বলেই মনে করি। ডব্লিউবিসিএস সংগঠনকে না জানিয়ে অফিসারদের সাসপেন্ড করার ঝুঁকি হয়তো নেবে না।

জানিয়ে রাখা ভাল, ভোটার তালিকায় নতুন তোলার ব্যাপারে অনিয়মের অভিযোগে বারুইপুর ও ময়না বিধানসভার দু'জন ইআরও এবং দু'জন সহকারী ইআরও-কে সাসপেন্ড করার সুপারিশ করেছে নির্বাচন কমিশন। তাঁদের বিরুদ্ধে এআইআর দায়ের করার সুপারিশও করা হয়েছে। তবে ওই চিঠি পাওয়ার পরও কোনও পদক্ষেপ করেনি সরকার। বরং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পর পর দু'দিন দুটি জনসভায় বলেছেন, তিনি অফিসারদের সাসপেন্ড করবেন না।

নবান্নের একটি সূত্রের মতে, কমিশনের সুপারিশের বিরুদ্ধে শেষমেশ আদালতে যেতে পারে রাজ্য সরকার। এ ব্যাপারে হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে মামলা করা হতে পারে। রাজ্যের বক্তব্য হবে, এখন ভোট হচ্ছে না। সুতরাং নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ার নেই কারও বিরুদ্ধে এ ধরনের পদক্ষেপ করার।

মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে হুমায়ুন কবির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- জেলার নেতৃত্বদের নিয়ে বৈঠক শুরু করেছেন অভিষেক। উত্তরের চার জেলার নেতৃত্বদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর সোমবার তিনি বসতে চলেছেন উত্তর দিনাজপুর, বহরমপুর এবং মুর্শিদাবাদের জেলার সাংগঠনিক নেতৃত্বদের নিয়ে। ঠিকানা সেই ক্যামাক স্ট্রিট। জানা গিয়েছে, এই সাংগঠনিক বৈঠকে ডাক দেওয়া হয়েছে হুমায়ুন-সহ তিন জেলার দশ বিধায়কদের, সঙ্গে থাকবেন সভাপতি ও জেলা শীর্ষ নেতৃত্বরাও।নতুন দল খোলার হুঁশিয়ারির পর এই প্রথমবার অভিষেকের মুখোমুখি হতে চলেছেন ডেবরার 'বিদ্রোহী' বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এবার

তিনি আসবেন নাকি আসবেন না, তা সময়ের অপেক্ষা। তবে তাঁর দেওয়া ১৫ই অগস্টের ডেডলাইনের আগে অভিষেকের কাছ থেকে পড়েছে ডাক। হুমায়ুন আগেই বলে দিয়েছিলেন, "তিনি কোনও মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রীক দল খুলবেন না। বরং মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, নদিয়ার একটা অংশ নিয়ে দল গড়া হবে।"

এদিনের বৈঠকে কি সেই বোঝাপড়াটাই সেরে নেবেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড? নাকি 'বিদ্রোহী' হুমায়ুন নিয়ে অন্য পরিকল্পনা দলীয় নেতৃত্বের? এছাড়াও, সাংগঠনিক বৈঠকে উঠতে পারে সাম্প্রতিক কালে বারংবার চোখে পড়া উত্তর দিনাজপুরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের প্রসঙ্গটিও। ওয়াকিবহাল মহল আবার বলছেন, একদা অধীর-গড় বহরমপুর নিয়ে সাংগঠনিক নেতৃত্বদের 'হোমটাস্ক' দিতে পারেন অভিষেক।

এদিন বৈঠক প্রসঙ্গে হুমায়ুন বলেন, "সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দশদিন আগেই এই বৈঠকের ডাক দিয়েছিলেন। সুতরাং, আমি যাব না এমনটা হতে পারে না। আমি অভিষেক

এরপর ৪ পাতায়

বসিরহাটে তৃণমূল কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে প্রাণে বাঁচলেন কর্মী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বসিরহাট : তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বসিরহাটে আবারও চলল গুলি। মহিদুল শেখ নামে এক তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গুলি বাড়ির দরজায় গুলি লাগে বলে দাবি পরিবারের। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন মহিদুল শেখ। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। এলাকায় পুলিশি টহলদারি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের ১৭ই জুন বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট থানার গোটরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোনা এলাকায় গুলি করে ও কুপিয়ে খুন করা হয় তৃণমূল কর্মী আনোয়ার হোসেন গাজীকে। সেই খুনের ঘটনায় কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছিল বসিরহাট থানার পুলিশ।

রবিবার রাতে ওই এলাকাতে আবারও গুলি চলে। এবার মহিদুল শেখ নামক এক তৃণমূল কর্মীকে গুলি করার অভিযোগ ওঠে। কিন্তু কোনওভাবে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে লাগে পাশের বাড়ির দরজায়। দরজায় ফুটো হয়ে যায়। নিহত আনোয়ার শাহ গাজীর ভাই জাকির গাজীর বিরুদ্ধে এবার গুলি চালনোর অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যেই লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে বসিরহাট থানায়।

মহিদুল শেখের অভিযোগ, "আনোয়ারের ভাই জাকির গুলি চালিয়েছে। ওদের রাগ রয়েছে আমার ওপর। সেই কারণেই ষড়যন্ত্র করে ওরা গুলি চালিয়েছে।" অভিযুক্ত জাকির গাজীর কাকা পুরো বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, "জাকিরকে ফাঁসানোর জন্য এই সমস্ত কথা বলছে ওরা। ওখানে গুলি চলেছে, রাত ২টোয়। আমরা বাড়িই ঢুকেছি তিনটের সময়।"

সম্পাদকীয়

আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা কমানো এবং কয়লা ব্যবহারের বৈচিত্র্যকরণ

ভারতে কোক কয়লার অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিশেষত ইস্পাত ক্ষেত্রের জন্য এর আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে কয়লা মন্ত্রক "মিশন কোকিং কোল"-এর সূচনা করেছে, ২০২১ এর আগষ্ট মাসে। এই মিশনের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। ২০২১ আর্থিক বছরে দেশে কোক কয়লার উৎপাদন ৪৪.৭৯ মিলিয়ন টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫ অর্থ বছরে ৬৬.৪৭ মিলিয়ন টনে দাঁড়িয়েছে। সিআইএল ১১টি অব্যবহৃত কয়লা খনিকে শুল্ক ভাগাভাগির নতুন উদ্ভাবনী পদ্ধতির ভিত্তিতে বেসরকারি সংস্থাগুলির হাতে তুলে দিয়েছে। ২০২৪ অর্থ বছরে চালু হওয়া বিসিসিএল-এর মধুবন কোক কোল ওয়াশারীর উৎপাদন ক্ষমতা ৫ এমটিপিএ। এছাড়াও সিআইএল একটি কোক কয়লা ওয়াশারীকে আর্থিকভাবে ব্যবহারযোগ্য করে তুলেছে। নতুন কয়লা বন্টন নীতি এবং ভারতে কয়লা উত্তোলন এবং বন্টনের জন্য সংশোধিত প্রকল্প শক্তি সহ এক জানালা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বাস্তবসম্মত যোগসূত্রও গড়ে তোলা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ কোক কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধিতে আমদানি হ্রাসে আরও নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা সংস্থাগুলি কয়লা বন্টনের ক্ষেত্রে কয়লা মন্ত্রকের নির্দেশিকা মেনে চলে।

কয়লা সংক্রান্ত বর্তমান যে নীতিসমূহ রয়েছে সেগুলি সময়ে সময়ে প্রয়োজন ভিত্তিতে সংশোধন করা হয়। কয়লা কোম্পানিগুলির সঙ্গে ক্রেতাগোষ্ঠীর জ্বালানি সরবরাহ চুক্তি মোতাবেক ক্রেতাদের কয়লা সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

রাজ্যসভায় আজ লিখিত উত্তরে একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় কয়লা ও খনি মন্ত্রী জি কিষেন রেড্ডি।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সতেরোতম পর্ব)

পড়েন। কিন্তু মনসা প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে তিনি শিবেরই কন্যা। আবদার করে কৈলাসে বাপের বাড়ি যাবার। শিব তার স্ত্রী পার্বতীর ভয়ে কন্যাকে নিতে চান না। পরে মন্দিরে ফুলের ডালিতে লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু পার্বতী মনসাকে দেখে ফেলে। শিবের পত্নী চণ্ডী মনসাকে শিবের উপপত্নী মনে করেন। তিনি মনসাকে অপমান করেন এবং ক্রোধবশত তাঁর একটি চোখ দগ্ধ করেন। পরে শিব একদা বিষের জ্বালায় কাতর হলে মনসা তাঁকে রক্ষা করেন। একবার চণ্ডী তাঁকে পদাঘাত

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে হুমায়ুন কবির

বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি।" এরপরই তাঁর 'বিদ্রোহ' নিয়ে প্রশ্ন করা হতেই তিনি এই তকমাকে কার্যত মানতে চান না। এমনকি, তিনি যে ১৫ অগস্টের পর দল খোলার কথা বলেছিলেন, সেই নিয়েও মুখ খুলতে নারাজ বিধায়ক। জানান, সময়েই সব দেখা যাবে। তবে একটা আশঙ্কা তো বৈঠক নিয়ে তৈরি হয়েছেই। 'বিদ্রোহী' হুমায়ুনকে কী নির্দেশ দেবেন অভিষেক? সেই দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল। অবশ্য, হুমায়ুনের সাফ কথা, "আমি মনে করি নেতৃত্ব আমার সম্মানের কথা মাথায় রেখেই যাবতীয় নির্দেশ দেবেন।"

প্রসঙ্গত, চলতি মাসের শুরু থেকে সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্বদের নিয়ে বৈঠক শুরু করেছেন দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। এর আগে উত্তরের চার জেলা, যথাক্রমে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং মালদহ জেলা সাংগঠনিক নেতৃত্বদের নিয়ে দু'দফায় বৈঠক সেরে নিয়েছিলেন অভিষেক। ৭ তারিখ অর্থাৎ, বৃহস্পতিবার কথা ছিল দক্ষিণ দিনাজপুর ও জঙ্গিপুর সাংগঠনিক নেতৃত্বদের সঙ্গে বসার।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

প্রসঙ্গত শারদাতিলক মোটামুটি ৮০০ খ্রিষ্টাব্দের গ্রন্থ, মহারাষ্ট্রে রচিত। কিন্তু মধ্যযুগের শ্যামরূপা মন্দির নির্মিত হয়েছিল গৌড়বঙ্গের বীরভূমে।

বস্তুত বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে শাক্তধর্মের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

গবেষণায় আত্মবলিদান ও হবিবপুর........

অরবিন্দ অধিকারী

জুলাই মাস আসলেই ক্ষুদিরামের হবিবপুরের বাসভূমি সাজসজ্জা তে মেতে ওঠা শুরু করে। হবিবপুরে যে ক্ষুদিরামের আবক্ষ মূর্তি আছে জুলাই মাসের পর থেকেই প্রায় সারা বছর ধরেই সেজে ওঠে ।সমস্ত দিক দিয়ে পথ চলতি মানুষ ও চেয়ে দেখে আমাদের ছোট্ট ক্ষুদিরাম ঠিক আছে তো? মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন..... ঝোপ ঝাড় থেকে মুক্ত আছে কিনা? হবিবপুর নিবাসী প্রত্যেকের হৃদয়ের ক্ষুদিরাম, বাংলার হৃদয়ে ক্ষুদিরাম, গোটা ভারতবর্ষের অন্তস্থলে ক্ষুদিরাম থেকে গেছে স্থায়ীভাবে। গোটা ভারতবর্ষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ ক্ষুদিরাম। ক্ষুদিরাম কে জানেনা এরকম মানুষ ভারতে মনে হয় খুব কমই আছে। ইতিহাসের পাতা থেকে ছোট্ট শিশুদের বীরত্বের অন্তস্থলে ক্ষুদিরাম গেথে যায়, ছোটবেলাতেই মা ঠাকুমারা ক্ষুদিরামের গল্প বলা শুরু করে যখন। সেই ছোট্ট শিশুটি মহোবনি থেকে তমলুক হয়ে যখন মেদিনীপুরে এসেছিল তখন কেউ ভাবেনি তার মনের অন্তস্থলে রং ওই বিরাট সুইং কে। ঋষি অরবিন্দের শাস্তি বা সুশীল সেনের শাস্তি এগুলো ছোট্ট ক্ষুদিরামের মনে সেভাবে ওই বয়সে প্রভাব ফেলতে

পারেনা। তবে কি কারনে ওই ছোট্ট ছেলেটি ছোট্ট করে ধুতি পরে চার্চের মাঠে বা মেদিনীপুর কলেজের মাঠে লিফলেট বিলি করা শুরু করে এবং ইংরেজদের হাতের কামড় দিয়ে একটা ছোট্ট বার্তা দিয়েছিল আমি এসে গেছি। এরকম মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা প্রয়োজন। কোন এক রাতে রনপা করে বেশ কয়েক কিলোমিটার গিয়ে পূর্ব মেদিনীপুর থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরে যে বিশেষ বার্তা বা মেসেজ দিতে পেরেছিল তা একমাত্র ক্ষুদিরামের পক্ষেই সম্ভব এটারও মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা প্রয়োজন। ইংরেজদের চোখে ধুলো দিয়ে সেই বার্তাটি কিভাবে গেল সেই রাতের মধ্যে তা ইংরেজদের কাছে আজও বিস্ময় এবং তারও মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা প্রয়োজন। যা পরবর্তী প্রজন্ম কে উদ্বুদ্ধ করবে তো বটেই এবং মনস্তাত্ত্বিক বেদেরাও হয়তো অবাক হয়ে যাবেন। ক্ষুদিরামের ওই ছোটবেলা থেকে বিপ্লবীদের আঙিনায় না থেকেও কিভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল একটা গবেষণার বিষয় হয়ে উঠতে পারে। ক্ষুদিরাম নিয়ে গবেষণা হয়েছে কিন্তু ক্ষুদিরামের মনের গভীরতা নিয়ে গবেষণা মনে হয় খুব জরুরী দরকার।

অত্যাচারী কিংসফোর্ডের গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ এর চেষ্টায় পর ক্ষুদিরাম নিকটবর্তী স্টেশন থেকে যখন রওনা দেয় তখন সামান্য একটু ভুলের জন্য ছোট্ট শিশুকে খেসারত দিতে হয়েছিল ,সেটাও বাঙালির মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা প্রয়োজন।

আজ ১১ ই অগাস্ট 2025 জেগে উঠেছে হবিবপুর সহ গোটা মেদিনীপুর শহর ,

মৌবনি থেকে শুরু করে তমলুক, বাংলা তথা ভারত বর্ষ বীর সন্তানকে হাসিমুখে গেয়ে গেল জীবনের জয়গান..... কোন কিছুতেই পরোয়া করল না। কারো পরামর্শ বা উপদেশ বা প্রাণভিক্ষা তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়েছিল সেই সময়.... এ বিষয়ের ও মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা প্রয়োজন হতে পারে। ওই ১৫-১৬ বছরের একটি বাচ্চা ছেলের মনের এত দৃঢ়তা কিভাবে এসেছিল? সেটারও শুরু হোক গবেষণা।

আজ মেদিনীপুর শহরের হবিবপুরে মাননীয় বিধায়ক সুজয় হাজরা এবং মেদিনীপুর পৌরসভার আট নাম্বার ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ইন্দ্রজিৎ পানিগ্রাহী মহাশয়ের উপস্থিতিতে সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ দ্বারা গোটা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করা হয় তা চোখে পড়ার মতো। মাননীয় বিধায়ক তার বক্তব্যে ক্ষুদিরামের অবিস্মরণীয় ঘটনাগুলির বার্তা দিয়ে যান খুব সুন্দর ভাবে। উনার বক্তব্যে আবেগের পর আবেগ বর্ষিত হতে থাকে।ছোট্ট ছোট্ট শিশুরাও আজ ক্ষুদিরামের কাছে মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছে।

ছোট্ট শিশুদের মনে ক্ষুদিরামের বীরত্ব গেঁথে দেওয়ার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা শুরু হোক। আর যদি কোন কারনে ভারতবর্ষ আবার পরাধীন হয় তখন মনে হয় না এত দ্রুত এইরকম কতজন কৈশোরের বিপ্লবী আমরা পাব? যাদের মনের সাহস দৃঢ়তা একাগ্রতা নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন জরুরী। উত্তর আসবে একজন ও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ আছে।একবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ হেরে যাবে এই ক্ষুদিরামের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার কাছে।গোটা হবিবপুর, মোহবনি, তমলুক, বাংলা ,ভারতবর্ষ সকলে তোমার কাছে মাথা নত করে বসে আছে। অজস্র স্যালুট ....।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

অর্ধেক পৃথিবীকে ডোবানোর হুমকি পাকিস্তানের সেনা প্রধানের

বেবি চক্রবর্ত্তী

ভারতকে হুমকি দিতে গিয়ে কার্যত সারা পৃথিবীকেই হুমকি দিয়ে বসলেন পাকিস্তানের সেনা প্রধান আসিম মুনির। আমেরিকায় ট্যাম্পায় ব্যবসায়ী আদনান আসাদের আমন্ত্রণে ব্ল্যাক টাই ডিনারে সামিল হয়েছিলেন পাক সেনা প্রধান আসিম মুনির। সেখানেই তিনি নয়া দিল্লিকে হুমকি দিয়ে বলেন, "আমরা পরমাণু শক্তিধর দেশ। যদি আমরা মনে করি যে আমরা ডুবছি, তবে আমরা অর্ধেক দুনিয়াকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে ডুবব।" স্বাভাবিক কারণেই তার এই কথায় প্রবক ক্ষুব্ধ আমেরিকা সহ পশ্চিমি দেশগুলো।

আমেরিকায় গিয়ে পরমাণু হামলার বুলি, অর্ধেক পৃথিবী ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকি আসিম মুনিরের। সিন্ধু নদ নিয়েও আসিম মুনিরের মুখে বড় বড় কথা শোনা যায়। ভারত সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করায় জল পাচ্ছে না পাকিস্তান। দ্য প্রিন্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আমেরিকায় পাক সেনা প্রধান আসিম মুনির বলেন, "সিন্ধু নদের উপরে ভারতের বাঁধ বানানোর অপেক্ষা করব আমরা, আর যখন তৈরি হয়ে যাবে, তখন আমরা ১০টা মিসাইল দিয়ে ওই বাঁধ ধ্বংস করে দেব। সিন্ধু নদ ভারতের পারিবারিক সম্পত্তি নয়..আমাদের মিসাইলের অভাব নেই।"

সুন্দরবনে নদী বাঁধে ৭০ ফুট ধস, আতঙ্কে এলাকার মানুষ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বসিরহাট : ইছামতি নদী বাঁধে প্রায় ৭০ ফুট ধস। আতঙ্কে সুন্দরবনের মানুষ। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ বন ও বনভূমি কর্মাধ্যক্ষের। বসিরহাটের সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের সান্ডেলেরবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩নং ও বাঁকড়া ডোবর সুইচগেট সংলগ্ন এলাকায় নদী বাঁধে ৭০ ফুট বাঁধে ধস দেখা গেল ! যা দেখে রীতিমতো আতঙ্কিত এলাকার মানুষজন। তাদের অভিযোগ, এই নদী বাঁধের সমস্যা দীর্ঘদিনের। বারবার প্রশাসনকে জানানো হলেও কোনো সুরাহা মেলেনি। একাধিকবার সেচ দপ্তরকে জানানো হলেও তারা কোনো রকম ভাবে একটি পলিথিন দিয়ে দায় সারা কাজ করছে। এদিকে একটানা বৃষ্টির ফলে নদী পাড়ের মাটি নরম হয়ে আলগা হয়ে যাচ্ছে যার ফলে বারবার ঘটছে বিপত্তি। তাদের দাবি, দ্রুত যেন এই বাঁধের সংস্কার করা হয়। নয়তো আগামীদিনে ভরা কোটালে জল ঢুকে পুরো গ্রাম বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। এই বিষয়ে হিঙ্গলগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বন ও বনভূমির কর্মাধ্যক্ষ সুরজিৎ বর্মন বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে বঞ্চিত করে রেখেছে। টাকা না দেওয়ার ফলে রাজ্য সরকার কাজ করাতে পারছে না। তাও আমরা আমাদের সাধ্য মতো বাঁধ সংস্কার কাজ করছি। দ্রুত ওই এলাকার বাদ মেরামতের ব্যবস্থা করা হবে।"

(১ম পাতার পর)

দিল্লিতে আন্দোলন চলাকালীন পুলিশের হাতে আটকে অসুস্থ হয়ে পড়লেন বিরোধী সাংসদেরা

ধস্তাধস্তি, মহিলা সাংসদেরা আহত

সোমবার দিল্লির রাজপথে উত্তাল ছিল বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র বিক্ষোভ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে থাকা দিল্লি পুলিশের অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও সংসদ ভবন থেকে নির্বাচন কমিশনের দফতর পর্যন্ত মিছিলের ডাক দেয় বিরোধীরা।

এসআইআর (SIR) ইস্যু:

সকালে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন শুরু হতেই এসআইআর (SIR) ইস্যুতে তুমুল হইচই শুরু হয়, যার ফলে দুপুর ২টো পর্যন্ত দুই কক্ষের কার্যক্রম মুলতুবি রাখা হয়। এরপরই রাহুল গান্ধী, প্রিয়ঙ্কা গান্ধী, ডেরেক ও'ব্রায়েন, অখিলেশ যাদব-সহ প্রায় ৩০০ জন সাংসদ সংসদ ভবন থেকে মিছিল শুরু করেন। কিন্তু কিছুদূর এগোনোর পরই দিল্লি পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে তাঁদের পথ আটকে দেয়। এই মিছিলে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন না, কারণ তিনি সেদিন মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুরের দলীয় কর্মীদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠকে ব্যস্ত ছিলেন।

ভোট চুরি ইস্যু:

মিছিল আটকে যাওয়ার পর সাংসদেরা রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁরা 'ভোট চুরি' বন্ধের দাবিতে স্লোগান দেন। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র, সাগরিকা ঘোষ এবং আরও কয়েকজন মহিলা সাংসদ ব্যারিকেডের ওপর উঠে প্রতিবাদ জানান। তাঁদের হাতে থাকা ব্যানারে লেখা ছিল- 'চুপি চুপি ভোটের কারচুপি'।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া দলগুলির মধ্যে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের আঞ্চলিক ও জাতীয় দল ছিল। উল্লেখ্য, বর্তমানে 'ইন্ডিয়া' জোটের বাইরে থাকা সত্ত্বেও অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টিও (আপ) এই কর্মসূচিতে যোগ দেয়।

পুলিসি দমননীতি এবং সাংসদদের উপর হামলা:

বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিসি অতি-সক্রিয়তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। যখন বিরোধী সাংসদেরা ব্যারিকেড টপকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন, তখন দিল্লি পুলিস তাঁদের উপর কার্যত ঝাঁপিয়ে পড়ে। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র এবং মিতালি বাগ ধস্তাধস্তির সময় সংজ্ঞা হারান। মহুয়া মৈত্রকে সংজ্ঞা হারানোর অবস্থাতেই পুলিশ বাসে তুলে দেয়। অন্যদিকে, মিতালি বাগকে রাহুল গান্ধী এবং জন ব্রিট্রাস গাড়িতে করে সরিয়ে নিয়ে যান।

সংসদ চত্বরের বাইরে কয়েকশো বিরোধী সাংসদ বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে দিল্লি পুলিস ব্যারিকেড দিয়ে তাঁদের আটকায়। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র, সুস্মিতা দেব, সাগরিকা ঘোষ, মিতালি বাগরা সেই ব্যারিকেড টপকে এগিয়ে যেতে থাকেন। তাঁদের দেখেই বিরোধী দলের সাংসদ অখিলেশ যাদব থেকে অন্যান্য নেতারাও ব্যারিকেড টপকান।

এরপরই সাংসদদের উপর কার্যত ঝাঁপিয়ে পড়ে দিল্লি পুলিস। ধস্তাধস্তিতে সংজ্ঞা হারান সাংসদ মহুয়া মৈত্র। সেই অবস্থাতেই তাঁকে পুলিস বাসে তুলে দেয় অন্যান্য সাংসদদের সঙ্গে। সংজ্ঞা হারান আরেক তৃণমূল সাংসদ মিতালি বাগও (Mitali Bag)। এগিয়ে আসেন বিরোধী দলের সাংসদরা। রাহুল গান্ধী ও জন ব্রিট্রাস তাঁকে গাড়িতে তোলার ব্যবস্থা করেন।

আর দিল্লি পুলিসের এই দমননীতিতে সরব সাংসদ সাগরিকা ঘোষ। তিনি স্পষ্ট দাবি করেন, মহিলা সাংসদদের ধাক্কা মেরে, ঠেলে, চুলের মুঠি ধরে টেনেছে দিল্লি পুলিস। সাংসদ মহুয়া মৈত্র সংজ্ঞা হারান। এই আচরণ জঘন্য। এটা মোদি সরকার ও মোদির পুলিশের গণতন্ত্রকে পিষে দেওয়ার একটা উদাহরণ। মহিলা সাংসদদেরও ধাক্কা মেরে বাসে তোলা হয়েছে।

সিনেমার খবর

সালমানের সঙ্গে দেখা করতে তিন শিশু ভক্তের অবাক কাণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড মেগাস্টার সালমান খানের সঙ্গে দেখা করার আশায় বাড়ি ছাড়ে দিল্লি শহরের তিন শিশু। পরে চারদিন পর মহারাষ্ট্রের নাসিক নামের একটি রেলস্টেশন থেকে তাদের উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, তারা তিনজনেই সুস্থ আছে।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবরে জানা গেছে, দিল্লির সদর বাজার এলাকার একটি স্কুলের তিন ছাত্র হঠাৎই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। তাদের বয়স মাত্র ৯, ১১ ও ১৩ বছর। উদ্দেশ্য, প্রিয় নায়ক সালমান খানের সঙ্গে দেখা করা! এই তিন স্কুলছাত্র ২৫ জুলাই গোপনে নিজেদের মধ্যে পরিকল্পনা করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে।

তারা একটি হাতেলেখা চিঠি রেখে যায় পরিবারের জন্য, যাতে লেখা ছিল তারা মহারাষ্ট্রের জলনায় থাকা ওয়াহিদ নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। কারণ ওয়াহিদ নাকি আগে সালমান খানের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং ছেলেদের সেই সুযোগ করে দেওয়ার আশ্বাসও দেন।

জানা গেছে, এই তিন কিশোরের সঙ্গে ওয়াহিদের পরিচয় হয়েছিল একটি অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্মে। সেখানেই ওয়াহিদ দাবি করেন, তিনি সালমান খানের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং চাইলে তিন ছেলেকেও তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারেন। এতে বিশ্বাস করে শিশুরা পরিকল্পনা করে জলনা হয়ে মুম্বাই যাওয়ার। সেখানে তারা ভাবছিল সালমান খানের সঙ্গে দেখা হবে।

তিন কিশোর নিখোঁজ হওয়ার পরপরই তাদের পরিবার দিল্লি পুলিশের কাছে মিসিং রিপোর্ট করে। তদন্তে নেমে পুলিশ ওই চিঠির সূত্র ধরে জানতে পারে, তারা সম্ভবত সচখন্ড এক্সপ্রেসে চড়ে মহারাষ্ট্রের দিকে রওনা দিয়েছে।

পুলিশের তৎপরতা টের পেয়ে ওয়াহিদ মাঝপথে ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। এতে ছেলেরা বিপাকে পড়ে এবং নাসিক রেলস্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে যায়। পরে একটি সংক্ষিপ্ত ফোনকলের সূত্র ধরে পুলিশ তাদের অবস্থান শনাক্ত করতে সক্ষম হয়।

অবশেষে মঙ্গলবার (৩০ জুলাই) নাসিক রেলস্টেশন থেকে তিন শিশুকে সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। যদিও ওয়াহিদকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে তার বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে।

যে সুপারহিট সিনেমায় কোনো পারিশ্রমিক নেননি অমিতাভ-জয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে দীর্ঘ ৫৬ বছরের সফল ক্যারিয়ারে অগণিত সুপারহিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন অমিতাভ বচ্চন। শুধু অভিনয় নয়, বিনয়, শালীনতা আর উদারতার জন্যও তিনি প্রশংসিত। এক কালজয়ী সিনেমায় অমিতাভ বচ্চন ও জয়া বচ্চন একেবারেই বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করেছিলেন আর ছবিটি হয়েছিল সুপারহিট।

১৯৭৫ সালে মুক্তি পাওয়া হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালিত সিনেমা 'চুপকে চুপকে' আজও হাস্যরসাত্মক ক্লাসিক হিসেবে বিবেচিত। এই ছবিতে অমিতাভ বচ্চনের চরিত্র ছিল পার্শ্ব ভূমিকায় অধ্যাপক সুকুমার সিনহা। অথচ সে সময় তিনি ছিলেন পূর্ণদ্যোম 'সুপারস্টার'।

তবে, এই ছবিতে অভিনয়ের জন্য তিনি কোনো পারিশ্রমিক নেননি। কারণ? পরিচালক হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি।

সূত্র মতে, ছবির নির্মাতা অমিতাভ-জয়াকে জানান যে বাজেট সীমিত, ফলে তাঁদের মতো বড় তারকাকে পারিশ্রমিক দেওয়ার উপায় নেই। কিন্তু অমিতাভ নিজে অনুরোধ করেন, এমনকি জয়া বচ্চনও বলেন, তারা বিনামূল্যেই কাজ করবেন। এই উৎসাহেই পরিচালক বাধ্য হন তাঁদের কাস্ট করতে।

ছবিতে বসুধার চরিত্রে জয়া বচ্চনও ছিলেন পার্শ্বচরিত্রে। তিনিও অমিতাভের মতোই কোনো পারিশ্রমিক নেননি। বরং, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই পরিচালক হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন টাকার চেয়ে।

মাত্র ১৫ লাখ টাকা বাজেটে তৈরি হয়েছিল 'চুপকে চুপকে'। কিন্তু মুক্তির পর বক্স অফিসে ছবিটি দশ গুণ বেশি অর্থাৎ প্রায় ১.৫ কোটি টাকা আয় করে। এই ছবির মূল চরিত্রে ছিলেন ধর্মেন্দ্র ও শর্মিলা ঠাকুর, সঙ্গে ওম প্রকাশ। সবার অভিনয় দর্শকদের মন জয় করে নেয়।

কঙ্গনার আবেদন খারিজ, আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফের আইনি ঝামেলায় পড়লেন কঙ্গনা রানাওয়াত। ২০২০-২০২১ সালে দিল্লিতে বিতর্কিত কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। তাতে অংশ নেন পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের কৃষকেরা। সেই আন্দোলন নিয়ে কঙ্গনার মন্তব্য ঘিরে সেই সময় বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই মন্তব্যের নিরিখে মানহানির মামলা করা হয়েছিল অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের কাছে সেই অভিযোগ তুলে নেওয়ার আবেদন করেছিলেন কঙ্গনা নিজে। কিন্তু শুক্রবার সেই আবেদন খারিজ করে দিল পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট।

জানা গেছে, হাইকোর্টের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, কঙ্গনার বিরুদ্ধে ওঠা নির্দিষ্ট এই অভিযোগগুলি খণ্ডন করা যাবে না। কঙ্গনার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন পাঞ্জাবের ভটিন্ডা জেলার বাহাদুরগড় জনদিয়ানের ৭৩ বছর বয়সি বাসিন্দা মহিন্দর কৌর। তাকে নিয়ে মন্তব্য করেই বিতর্কে জড়িয়েছিলেন অভিনেত্রী সাংসদ। কঙ্গনা মহিন্দরের ছবি ভাগ করে নিয়ে লিখেছিলেন, তিনি নাকি শাহিনবাগের বিলকিস বানো। এমনকি, কঙ্গনা দাবি করেছিলেন, কৌর-এর মতো মানুষকে ১০০ টাকার বিনিময়ে প্রতিবাদ আন্দোলনে নিয়ে আসা যায়।

২০২২ সালের ঘটনা এটি। কঙ্গনার বিরুদ্ধে সমন জারি হয়। আদালতে হাজিরা দেওয়ার কথা বলা হয় তাকে। এর পরেই পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কঙ্গনা। এই অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। ফলে পাঞ্জাবের স্থানীয় আদালতে কঙ্গনাকে হাজিরা দিতেই হবে এবার।

উল্লেখ্য, বিতর্কে থাকা প্রায় অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে কঙ্গনার। গত বছর লোকসভা নির্বাচনে মান্ডি কেন্দ্র থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন কঙ্গনা। তবে সম্প্রতি কয়েকটি সাক্ষাৎকারে কঙ্গনা দবি করেছেন, তিনি যেমন ভেবেছিলেন, তেমন ভাবে রাজনীতি উপভোগ করছেন না।

ধর্ষণের অভিযোগে হাকিমির বিচার দাবি ফরাসি কৌঁসুলিদের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৩ সালে এক নারীকে ধর্ষণের অভিযোগে প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি) তারকা আশরাফ হাকিমির বিচার করার দাবি তুলেছেন ফরাসি কৌঁসুলিরা। তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মরক্কোর এই আন্তর্জাতিক ডিফেন্ডার।

প্যারিসের উপশহর নানতের প্রসিকিউটর দপ্তর ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানিয়েছে, তারা তদন্তকারী বিচারকের কাছে অনুরোধ করেছেন যেন এই মামলাটি আদালতে তোলা হয়। প্রসিকিউটররা বলেন, "এখন তদন্তকারী বিচারকের ওপর নির্ভর করছে—তিনি আদেশের আওতায় কী সিদ্ধান্ত নেন।"

২৬ বছর বয়সী হাকিমি চলতি বছরের মে মাসে চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে ৫-০ গোলের জয়ে পিএসজির পক্ষে প্রথম গোলটি করেন। ক্লাবের ইতিহাসে প্রথম ইউরোপ সেরার শিরোপা জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি।

২০২৩ সালের মার্চে ২৪ বছর বয়সী এক নারীর করা অভিযোগের ভিত্তিতে হাকিমির বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা দায়ের করা হয়। অভিযোগে বলা হয়, ওই নারীকে হাকিমি নিজ বাসায় আমন্ত্রণ জানান এবং তার যাতায়াতের খরচও বহন করেন। ঘটনাটি ঘটে ২০২৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি, যখন হাকিমির স্ত্রী ও সন্তানরা ছুটিতে ছিলেন।

নারীটি অভিযোগ করেন, ওই রাতে হাকিমি তাকে জোর করে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেন এবং একপর্যায়ে ধর্ষণ করেন। পুলিশকে তিনি জানান, হাকিমির বাসা থেকে নিজেকে মুক্ত করে এক বন্ধুকে মেসেজ পাঠান, যিনি এসে তাকে নিয়ে যান।

তবে ওই নারী আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জানাতে অস্বীকৃতি জানালেও প্রসিকিউটররা ঘটনার ভিত্তিতে নিজ উদ্যোগে মামলা দায়ের করেন। জানা গেছে, তাদের পরিচয় হয়েছিল ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ইনস্টাগ্রামে।

শুক্রবারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় হাকিমির আইনজীবী ফানি কলিন বলেন, "মামলার যেসব উপাদান রয়েছে, তার আলোকে প্রসিকিউটরদের এই আবেদন আমাদের কাছে অবোধ্য ও অযৌক্তিক মনে হয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, "আমরা শুরু থেকেই শান্ত ছিলাম। যদি এই আবেদন গৃহীত হয়, তাহলে সব ধরনের আইনি আপিলের পথ আমরা খোলা রাখব।"

অন্যদিকে, অভিযোগকারী নারীর আইনজীবী র‍্যাচেল-ফ্লোর পার্দো বলেন, "আমার মক্কেল এই সিদ্ধান্তে প্রবল স্বস্তি অনুভব করছেন।"

মাদ্রিদে জন্ম নেওয়া হাকিমি রিয়াল মাদ্রিদের যুব দল থেকে পেশাদার ক্যারিয়ার শুরু করেন। এরপর ২০১৮ সালে যোগ দেন জার্মান ক্লাব বোরুশিয়া ডর্টমুন্ডে। সেখানে ৭৩ ম্যাচ খেলার পর ২০২০ সালে তিনি পাড়ি জমান ইন্টার মিলানে। এরপর ২০২১ সালে যোগ দেন পিএসজিতে, যেখানে হয়ে উঠেছেন দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য সদস্য।

২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপে হাকিমি ছিলেন মরক্কো দলের অন্যতম স্তম্ভ, যাঁর নেতৃত্বে আফ্রিকা ও আরব বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে মরক্কো পৌঁছে যায় বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে।

ব্রাজিলকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেন ভিনিসিয়ুস

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গত মৌসুমটা রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে একেবারেই ভালো কাটেনি ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের। সর্বশেষ ক্লাব বিশ্বকাপের সেমি-ফাইনাল থেকে বিদায় নেয় তার দল। এরপর দলটির ফুটবলাররা নিজেদের মতো করে ছুটি কাটিয়েছেন। এখন নতুন মৌসুমের প্রস্তুতি শুরুর অপেক্ষায় ভিনিসিয়ুসরা। এই অবসর সময়ে 'জিকিউ স্পেন'কে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন ভিনিসিয়ুস।

সেখানে তিনি বলেছেন, আমি ইতোমধ্যে অনেক কিছু অর্জন করেছি, তবে আমার এখনও অনেক স্বপ্ন আছে। আমার ক্লাবের হয়ে আরও ট্রফি জিততে চাই, জাতীয় দলের হয়ে সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা জিততে চাই এবং পরবর্তী প্রজন্মকে তাদের নিজেদের ওপর বিশ্বাস রাখতে অনুপ্রাণিত করতে চাই।

তিনি বলেন, আমার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন হলো, এমন একটা লেগ্যাসি রেখে যাওয়া, যা ফুটবলের সীমানা ছাড়িয়ে যাবে, বিশেষ করে ব্রাজিলের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আমার ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে যে সব কাজ আমি করছি।

তিনি আরও বলেন, বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্লাব ও আমার জাতীয় দলের হয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলা এখনও স্বপ্নের মতো মনে হয়। আমি জানি আমার যাত্রা অন্যদের অনুপ্রাণিত করে, বিশেষ করে সেখানকার শিশুদের, যেখান থেকে আমি এসেছি।

ভিনিসিয়ুস বলেন, আমার গল্প কাউকে তার স্বপ্ন পূরণে অনুপ্রাণিত করতে পারে, এটা আমার কাছে অনেক কিছু। সবচেয়ে বড় মঞ্চে আমার দল, আমার দেশ ও আমার পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করা এমন কিছু, যা আমি কখনই হালকাভাবে নেব না।

ভারত সফরে যাচ্ছেন মেসি, খেলতে পারেন ক্রিকেট ম্যাচ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার লিওনেল মেসি আগামী ডিসেম্বরে ভারতের মুম্বাই সফরে আসছেন। এটি হবে ভারতের মাটিতে তার দ্বিতীয় উপস্থিতি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মেসি ১৪ ডিসেম্বর মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে হাজির হবেন এবং তিনি সেখানে একটি প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচেও অংশ নিতে পারেন, যেখানে তার প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকতে পারেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি এবং বর্তমান তারকা বিরাট কোহলির মতো কিংবদন্তিরা।

মুম্বাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (এমসিএ) একটি সূত্র ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে জানিয়েছে, মেসি ১৪ ডিসেম্বর ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে থাকবেন। সাবেক ও বর্তমান ক্রিকেটারদের সঙ্গে একটি ম্যাচ খেলতেও দেখা যেতে পারে তাকে। সব কিছু চূড়ান্ত হলে পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করা হবে।

জানা গেছে, মেসি তিনটি শহর—মুম্বাই, কলকাতা ও দিল্লি সফর করবেন ১৩ থেকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে। কলকাতার ঐতিহাসিক ইডেন গার্ডেন্সে তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

টাইমস অব ইন্ডিয়া-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, কলকাতায় শিশুদের জন্য একটি ফুটবল ওয়ার্কশপ ও একটি ফুটবল ক্লিনিক উদ্বোধন করবেন মেসি। এছাড়া তার সম্মানে আয়োজিত হবে সাতজনের একটি বিশেষ ফুটবল টুর্নামেন্ট, যার নাম রাখা হয়েছে "GOAT CUP"।

৩৮ বছর বয়সী মেসি এখনো আর্জেন্টিনার জাতীয় দলে খেলছেন এবং ক্লাব ফুটবলে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টার মিয়ামিতে খেলছেন। ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে অংশ নেয়ার লক্ষ্য রয়েছে তার। মেসির নেতৃত্বে ২০২২ বিশ্বকাপ ফুটবল শিরোপা জিতেছে আর্জেন্টিনা। আগামী বছরের বিশ্বকাপটি যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হবে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR